সিলেট সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, সিলেট।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মেয়র সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন সভা কক্ষ
সভার তারিখ	: ০৫ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ
সময়	: বেলা ১১:৩০ ঘটিকা
আয়োজনে	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানান। অতঃপর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন-কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে নতুন হিসেবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব মোঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী এবং সচিব জনাব মোঃ আশিক নূর যোগদান করায় সভাপতি তাদের পরিচয় সভায় উপস্থাপন করেন। পরে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আলী, ইমাম, নগর ভবন মসজিদ এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন জনাব চন্দন দাস, বাজার তত্ত্বাবধায়ক-২, সিলেট সিটি কর্পোরেশন। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে	মন্তব্য
০১	**আলোচনা-১ শোকপ্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনা।** এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও নগরীর পূর্ব দরগা গেইট চন্দনটুলা নিবাসী আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা হাজী আব্দুল গফফার দিলিপ, এমসি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সালেহ আহমদ, কাউন্সিলর জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীনের বাবা মোঃ আব্দুল জলিল, কাউন্সিলর বেগম শাহানা বেগম শানু এর মাতা সবজান বেগম, দৈনিক কাজিবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আফছর উদ্দিনের মাতা হামিদা খাতুন শিশু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহিয়সী নারী মোছাম্মত হামিদা খাতুন, ১৩নং ওয়ার্ডের মখন মিয়ার কণ্যা হামিদা খাতুন, দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ওয়াহিদুর রহমানের বড় বোন, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ, সিলেট এর প্রাক্তন পরিচালক সিলেটের মঞ্চের দাপুটে অভিনয় শিল্পী নাট্যায়ন সিলেট-এর প্রবীন নাট্যকর্মী রওশন আরা মনির রুনা, বাংলাদেশ হৃদরোগ চিকিৎসার জনক ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ডাঃ আব্দুল মালিক, দক্ষিণ কামালবাজারের রাউতগাঁওয়ের বাসিন্দা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিবের ছোট খালু আলহাজ সমরু মিয়া, দৈনিক কাজির বাজার পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ও সিলেট প্রেসক্লাবের সদস্য মিন্টু রঞ্জন চন্দ-এর মা বানী রানী চন্দ, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল মালিক চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	১। উপস্থাপিত শোক প্রস্তাব গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	

	সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর মোঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী, যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম নগরীতে বসবাসকারী সাংবাদিক ও চ্যানেল এস ইউকের বার্মিংহাম প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি সংগঠক আলহাজ্ব আশরাফ আহমদ, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক ও দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ড. রেজওয়ান সিদ্দিকী, দক্ষিণ কুশিঘাট নিবাসী ৪০ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা সাবেক মেম্বার শাহজাহান রহিম, সিলেট পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মানসিক রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ দীপেন্দ্র নারায়ন দাস, রায়নগর বসুন্ধরা সমাজকল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম আব্দুল মছব্বির-এর ২য় ছেলে মোঃ মাহবুব আহমদ এলু, সাবেক পৌরসভার কর্মচারী জনাব আব্দুর রকিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সচিব মোঃ রুবেল আহমদ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সচিব রাহাত আলম রাজুর মাতা সওদাগরটুলাবাসী নাজমা বেগম, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিবহন শাখার সহকারী প্রকৌশলী তানভির আহমদ তামিমের মাতা রোকশানা রহমান, দৈনিক জালালাবাদী ও সাপ্তাহিক সিলেট সমাচার পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল ওয়াহে খান, সাংবাদিক, লেখক, চিত্রশিল্পী, কবি, গীতিকার সুবিনয় কুমার দাশ, সিলেটের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, লেখক ও বক্তা মুফতি মুফিজুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা এ কে এম আতাউল করিম সেলিম-এর মাতা জাহানারা বেগম, বিশিষ্ট কবি সালাউদ্দিন খান সেলিম, ৩৩নং ওয়ার্ডের শাহপরাণ মাজারের খাদিম ফরিদ উদ্দিন গাজী, গোলাম কিবরিয়া হিরা মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কয়ছর জাহান এর ভাই ফারুক আহমদ, ২৮নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা ও বরইকান্দি ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আকছার আহমদ, সিলেট জজকোর্টের জিপি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য ছাতক সমিতি সিলেট-এর সাবেক সভাপতি গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং কমিটির সভাপতি এডভোকেট রাজ উদ্দিনের সহধর্মিনী দিলারা বেগম, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা আলহাজ্ব আব্দুল বাছির, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইছাক আলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের শ্রমিক বজলু মিয়া, দৈনিক সিলেটের ডাক-এর সাবেক স্পোর্টস রিপোর্টার আহমদ ইয়াছিন খানের মাতা ইয়াসমিন-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়।			
০২	**আলোচনা-২ গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের প্রথম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ১ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কাউন্সিলর তৌফিক বক্স বলেন গত সভায় পূর্বের ৩০.১০.২০২৩ তারিখের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	১। ০৪.১২.২০২৩ খ্রি. তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ক) সীমান্তিক বিষয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সভার আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব	

অনুমোদিত হয়নি। তাই তিনি ৩০.১০.২০২৩ তারিখের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পরিষদে উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ৩০.১০.২০২৩ তারিখের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পরিষদে পাঠ করে শুনান। আলোচনা-৫ এর সিদ্ধান্ত ৩ এর বিষয়ে বলেন কোন এনজিওকে সিসিকের আওতায় আনার সুযোগ নাই। আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট এর আওতায় এনজিওগুলা পরিচালিত হয়। ৩০.১০.২০২৩ তারিখের সাধারণ সভার আলোচনা-২ এর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পরিষদে উপস্থাপন করেন। আলোচনা ৬, ৭ ও ৮ এর আইন সংক্রান্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত পরিষদে পাঠ করে শুনান। এরপর তিনি আলোচনা-৯ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-কে অনুরোধ জানান। সচিব বলেন সভায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা অনুপস্থিত থাকায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তথাপি সভার কার্যবিবরণী হাতে পেলে বুঝা যাবে। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন সীমান্তিক পরিচালিত হয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে। তাদের সাথে কথা ছিল ১০০টি সিজার হলে ৩০টি ফ্রি করার কিন্তু তারা তা করেন না। এমনকি কাউন্সিলর সুপারিশ করলেও চিকিৎসার খরচ কমানো হয় না এবং ঔষধ প্রদান করা হয় না। সীমান্তিকের মেয়াদ জুন ২০২৪ এর পর রিনিউ না করে নিজেদের সক্ষমতায় নিয়ে আসার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব তৌফিক বক্স বলেন সীমান্তিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহিত বৈঠকে সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন রংয়ের কার্ডগুলো সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে বিতরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু তারা কাউন্সিলরদের সাথে কোন আলাপ আলোচনা না করে নিজেরা কার্ড বিতরণ করেন এবং ইচ্ছেমতো ফি নির্ধারণ করেন। তারা এভাবে জনগণের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু সে অনুযায়ী সেবা দিচ্ছে না। ৩০.১০.২০২৩ খ্রি. তারিখের সাধারণ সভার আলোচনা-২ এর আলোচনা মোতাবেক জনাব রমিজ মিয়া ও জনাব চন্দন দাশ-কে মানবিক কারণে তাদেরকে ক্ষমা প্রদানের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব শান্তনু দত্ত বলেন পৌরসভার সময় থেকে পৌর বিনোদিনী নামে পরিচালিত হয়ে আসছিল পরে এটি সীমান্তিক নামে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি পরিষদের সভার কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে পরবর্তী সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করে পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জানান ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টি ওয়ার্ডে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে যার ৫০% সচল আছে এবং বাকি ওয়ার্ডসমূহে স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন ৪ নং ওয়ার্ডের সিসিটিভির মনিটর সাবেক কাউন্সিলরের কার্যালয়ে যা বর্তমান কাউন্সিলরের কার্যালয়ে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন নষ্ট সিসিটিভিগুলা সচল করতে সিসিটিভি মেরামত ও নষ্ট ক্যাবল প্রতিস্থাপন বাবদ ২ (দুই) কোটি টাকা লাগবে এবং নতুন ৩০০টি	ঘ) জনাব রমিজ মিয়া ও জনাব চন্দন দাশ নিঃশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাদের ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকান্ড করবেন না শর্তে সতর্ক করে ক্ষমা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে তাদের স্বপদে বহালের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। গ) মামলা সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ের সমস্ত তথ্যাদি পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) পুংখানুপুংখ রিপোর্টসহ ৪২টি ওয়ার্ডে নতুন সিসিটিভি স্থাপন ও নষ্টগুলো মেরামতের পূর্ণাঙ্গ বাজেট আগামী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে মেয়র মহোদয়ের নিকট পেশ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঙ) ৩০.১০.২০২৩ খ্রি. তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমুহ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		

সিসিটিভি স্থাপন বাবদ ৩ (তিন) কোটি টাকা লাগবে। দক্ষিণ সুরমায় খাঁচা ভেঙ্গে ক্যামেরাটি চুরি হয়েছে। ক্যামেরাটি দক্ষিণ সুরমা বাস টার্মিনাল পুলিশ ফাড়ির নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি বলেন বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে কোন মামলা করা হয়নি।

কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ জানান তাঁর ১৬ নং ওয়ার্ডে ২৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা আছে যার একটিও সচল নয়।

কাউন্সিলর রেজওয়ান আহমদ বলেন জনাব রমিজ মিয়া ও চন্দন দাশ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ পরিষদের সভার মাধ্যমে ক্ষমা করে দিলেও যাতে ভবিষ্যতে তাদের কে জন গুরুত্বপূর্ন কোন দায়িত্ব দেয়া না হয় সে বিষয়ে সভায় সভাপতিকে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন তাঁর ওয়ার্ডের একটা সিসিটিভি ক্যামেরা সচল নয়। নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও প্রয়োজনের সময় যদি তা কাজে না আসে তাহলে তা খুলে ফেলা ভাল। তিনি আরো বলেন ওয়ার্ডসমূহে যে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ক্যাবল লাগানো হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। তিনি উন্নতমানের সিসিটিভি এবং ক্যাবল স্থাপনের অনুরোধ জানান। তিনি ৪২টি ওয়ার্ডে সিসিটিভি স্থাপন, মনিটরিং এবং প্লানিংয়ের জন্য একজন অভিজ্ঞ লোক নিয়োগের প্রস্তাব দেন। এছাড়াও তিনি অনুরোধ করেন বিদ্যুৎ, পানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এইসকল জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্যান্য এজেন্ডার সাথে না এনে বিষয়গুলোকে আলাদাভাবে এজেন্ডাভুক্ত সাধারণ সভা আহবানের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন পূর্ববর্তী পরিষদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই সিসিটিভি স্থাপন শুরু করা হয়। তিনি বলেন তাঁর ৬ নং ওয়ার্ডে সচল আছে ১৩টি। প্রায় কাউন্সিলররাই তাঁর ওয়ার্ডের নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে সিসিটিভি স্থাপন করেছেন যার সবগুলোই সচল আছে। সিসিটিভি মনিটরিংয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কখনোই পাওয়া যায় না। তিনি অফিসে ব্যস্ত থাকেন অথবা তাঁর ব্যক্তিগত কোন না কোন সমস্যা থাকে। তিনি বলেন সিসি ক্যামেরা থানা কেন্দ্রিক না হয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয় কেন্দ্রিক করার প্রস্তাব দেন।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী জানান তাঁর ওয়ার্ডে ২টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে কিন্তু সিসিটিভি না থাকায় প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান বলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যে সিসিটিভি লাগানো হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। তিনি প্রয়োজনে ২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে বাজেট ৪ কোটি টাকা করেও উন্নতমানের সিসিটিভি স্থাপনের অনুরোধ জানান। তিনি ওয়ার্ডগুলো অনেক বড় হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে তদারকির স্বার্থে কাউন্সিলর কার্যালয় হতে সিসিটিভি সার্ভার রুম বিভাজন করে মসজিদ ও মন্দির কেন্দ্রিক করার অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স বিস্ময়

প্রকাশ করে বলেন খাঁচাবন্ধ অবস্থায় তালা মারা দামী সিসিটিভি ক্যামেরা কিভাবে চুরি হয়ে যায়। অথচ চাবি উনার কাছে ছিল।

কাউন্সিলর মোছাঃ হাজেরা বেগম বলেন ৩৬ নং ওয়ার্ড খুবই ঝুকিপূর্ণ এলাকা। তাই তিনি জরুরী ভিত্তিতে ৩৬ নং ওয়ার্ডকে সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল ৪২টি ওয়ার্ডে সিসিটিভি স্থাপন, মেরামত ও মনিটরিংয়ের বিষয়টি টেন্ডারের মাধ্যমে কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব রাশেদ আহমদ সিসিটিভির মুল মনিটরিং ৬ষ্ঠ তলার ল্যাবে রেখে পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মসজিদ এবং ক্লাবেও মনিটরিং করার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেন।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন বলেন তাঁর ১০ নং ওয়ার্ডে বেশ কয়েকবার সিসি ক্যামেরা লাগানোর ইস্টিমিট করেও লাগানো হয়নি। কবে লাগাদ লাগানো হবে জানতে চান। তিনি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করার প্রস্তাব দেন।

সভাপতি বলেন যেহেতু প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বিদেশে আছেন তাই সীমান্তিকের বিষয়টি পরবর্তী সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা হবে। জনাব রমিজ মিয়া ও জনাব চন্দন দাশ-কে সতর্ক করে নিশর্ত ক্ষমা প্রদানের প্রস্তাব দেন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। স্বপদে বহালের বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে তিনি জানান। ৩০.১০.২০২৩ খ্রি. তারিখের সাধারণ সভার আলোচনা-৬, ৭ ও ৮ নং এর আইন সম্পর্কিত সকল তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য আইন সহকারীকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল ৪২টি ওয়ার্ডকে সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসা। এটা সম্পন্ন করতে কত টাকার প্রয়োজন তা তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-এর নিকট জানতে চান। তিনি পুংখানুপুংখ রিপোর্টসহ পূর্ণাঙ্গ বাজেট ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে পেশ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-কে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন মেট্রোপলিটন পুলিশ ও সিসিকের যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে কিভাবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৪২ টি ওয়ার্ডকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা যায় সে বিষয়ে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সিলেট পর্যটন এলাকা হওয়ায় প্রতি শুক্র ও শনিবারে প্রচুর পর্যটক আসে। তারা কোন ধরণের হেনস্থার শিকার হলে তাতে সিলেট মহানগরীরই ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। এ বিষয়ে সকল কাউন্সিলরকে সচেষ্ট থাকার আহবান জানান। ৭ নভেম্বর ২০২৩ এর পর থেকে সব কাগজাদি আপটুডেট থাকতে হবে। পরিষদের সাধারণ সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হলে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বা কেন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি তা লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

০৩	**আলোচনা-৩ স্থায়ী কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনা।** সভাপতি বলেন স্থায়ী কমিটি পরবর্তী সভায় গঠন করা হবে।	পরবর্তী সভায় স্থায়ী কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	
০৪	**আলোচনা-৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০৪.১২.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা পড়ে শুনান। সভাপতি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা চান। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন নতুন কোন কর্মকর্তা পদায়ন হলে সভায় তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। অথচ তাঁকে সভায় পরিচয় করিয়ে না দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জানতে চাওয়ায় এবং তিনি এ বিষয়ে তথ্য সভায় উপস্থাপন করায় তিনি এধরণের মন্তব্য করেছেন বলে জানান। সভাপতি প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পরিচয় সভায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন মেয়র কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক/মাস্টাররোলে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিষদের সভায় এজেন্ডা হিসেবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। প্রেষণে নিয়োগের বিষয়টি এক্ষেত্রে অন্যরকম হবে। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন সভাপতি যে সিদ্ধান্ত নিবেন তা জনস্বার্থেই নিবেন। শহর ক্লিন রাখার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে পরিষদকে সম্পৃক্ত করে সকল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে করলে আরও ফলপ্রসু হবে। কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ বলেন ড্রেন পরিষ্কারের সময় যে স্লেপগুলো ভাঙ্গা হয় তা যত দ্রুত সম্ভব মেরামতের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব শান্তনু দত্ত বলেন বাসা বাড়ির ময়লা আবর্জনা রাস্তায় ফেলা হয়। এই আবর্জনা পরিষ্কার কাজ টেন্ডারের মাধ্যমে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি হোল্ডিং ট্যাক্সের বকেয়া আদায়ের জন্য দ্রুত রিভিউ বোর্ড গঠনের আহবান জানান। কাউন্সিলর জনাব আব্দুর রকিব বাবলু বলেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পর্যাপ্ত নয়। কাউন্সিলর বেগম নার্গিস সুলতানা কাউন্সিলর প্রতি ৪ জন লেবারের পরিবর্তে ৯ জন করার প্রস্তাব দেন। কাউন্সিলর জনাব দেলোয়ার হোসেন জানান ৩টি ছড়ার কারণে তাঁর ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়। ছড়াসমূহ বর্ষার আগে খনন করা প্রয়োজন। ২টি ছড়ার এক্সিট পয়েন্ট নাই। এই ছড়াগুলো দ্রুত ড্রেজিং এবং ছড়ার উপরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। কাউন্সিলর জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল বলেন শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের ছড়া খননের বিকল্প নেই। পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডসমূহ সহযোগিতা করলে	১। লে. ক. (অবঃ) একলিম আবদীন-কে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ৪২টি ওয়ার্ডে বর্জ্য অপসারণের জন্য ১০০০টি ভ্যান অফিস থেকে এবং বাকি ১০০০টি ভ্যান গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করে পর্যায়ক্রমে মোট ২০০০টি ভ্যান প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। জরুরী ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের জন্য ১২০ লিটার ধারণ ক্ষমতা ১০০০ (এক হাজার) টি প্লাস্টিকের ডাস্টবিন ক্রয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪। ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিল আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অবহিত করার পাশাপাশি তাঁদের সহযোগিতা গ্রহন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫। ড্রেনের স্লাব তুলে ময়লা পরিষ্কার করার সময় যাতে সতর্ক ভাবে করা হয় এবং পুনরায় যাতে যথাযথভাবে স্থাপন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ৬। ছড়া পরিষ্কারের সময় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর ও ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কার্যকরী পদক্ষেপ নিবেন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	

ছড়া খনন সহজতর হবে। নিশিতা গ্রুপ কিছু ভ্যান গাড়ি প্রদান করবে।

কাউন্সিলর জনাব আলতাফ হোসেন সুমন বলেন তাঁর ওয়ার্ডে ছড়া পরিষ্কারের জন্য এক্সেভেটর প্রয়োজন। ময়লা বহনের জন্য যে বাকেট প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত ভারী। তিনি সহজে বহনযোগ্য হালকা বাকেট সরবরাহের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন বলেন অনেক ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অনেক ছড়ার শুরু আছে শেষ নাই। এই ছড়াগুলো চিহ্নিত করে খননের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব হুমায়ুন কবীর সুহিন বলেন তাঁর ওয়ার্ড ও ২৩ নং ওয়ার্ডের ছড়ার অসম্পূর্ণ রিটার্নিং ওয়ালের কাজ সম্পূর্ণ করার অনুরোধ জানান। এছাড়া পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডসমূহের ছড়াসমূহ পরিষ্কার এবং বর্জ্য অপসারণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। বর্জ্য দ্রুত অপসারণের জন্য ভ্যান গাড়ি সরবরাহেরও অনুরোধ জানান। তাঁর ওয়ার্ডে রাস্তাসমূহ প্রশস্ত করার কথা হলেও অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

কাউন্সিলর জনাব নজমুল হোসেন সুরমা নদীর তীরে ওয়াকওয়ে নির্মাণের অনুরোধ জানান।

কাউন্সিলর জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখাকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব দেন। ভ্যান গাড়ি ক্রয়, খাল খননসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। মাটি খনন করে খাল পরিষ্কার করা দরকার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার জন্য আলাদা ব্যাংক হিসাব খোলা ও আলাদা প্রকৌশলী নিয়োগের প্রস্তাব দেন।

কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স বলেন পূর্বে ডাস্টবিন প্রদান করা হলেও সুফল পাওয়া যায়নি। তিনি ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির অনুরোধ জানান। নতুন কোন হাসপাতাল/হোটেল/মার্কেট থেকে বর্জ্য ফি আদায় এবং অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অবগত করার বিষয়ে পূর্বে বিভিন্ন সভায় আলোচনা হলেও তা করা হয় না।

কাউন্সিলর জনাব ফখরুল আলম বলেন তাঁর ওয়ার্ড নতুন। সেবা কার্যক্রম এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি এই অবস্থাতেই কাউন্সিলরকে অবহিত না করে বর্জ্য ফি আদায়ের বিল প্রদান করা হচ্ছে।

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা শুরুতে তার পরিচয় সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ফি আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে। তিনি যখন কাজ শুরু করেছিলেন তখন শ্রমিক ছিল ২৭০। বর্তমানে ৪৯৩ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। বেশীরভাগ ছড়াসমূহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাকি

	ছড়াগুলোতেও খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে জানান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ তরান্বিত করার জন্য আরও সরঞ্জামাদি আসার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা লে. ক. (অবঃ) একলিম আবদীন-কে পরিষদে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন সিলেটকে গ্রীণ সিটি ক্লিন সিটি করে তুলতে হলে শহর পরিষ্কার রাখাই প্রথম চ্যালেঞ্জ। তাই তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিষদের সহযোগিতা কামনা করেন। ৪২টি ওয়ার্ডে বর্জ্য অপসারণের জন্য কমপক্ষে ২০০০টি ভ্যান প্রয়োজন। তন্মধ্যে ১০০০টি ভ্যান অফিস থেকে প্রদান করা হবে এবং বাকিগুলো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা হবে। যেকোন বিল প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অবহিত করতে হবে। ওয়ার্ডে বকেয়া আদায়ের অভিযান পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহবান জানান।			
০৫	**আলোচনা-৫ সিলেট মহানগরীর দেওয়াল ও পিলারসমূহে পোস্টার না লাগানো বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান বলেন দেওয়ালে রঙ করা হলেই কে বা কাহারা পোস্টার লাগিয়ে দেয়। চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। জিয়া লাইটিং ১৯৯৬ সাল থেকে দেওয়ালে ও পিলারে পোস্টারিং করে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান আসলে সাময়িকভাবে শহরজুড়ে ব্রান্ডিং করা হয়। কাউন্সিলর জনাব জাহাঙ্গীর আলম বলেন ব্যক্তিগত ব্যানার/পোস্টার লাগানো বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রী মহোদয়গণ আসলে সাময়িকভাবে লাগানো যায়। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন যারা দেওয়াল বা পিলারে পোস্টার লাগায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। প্রতি ওয়ার্ডে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরকে এ বিষয়ে নজরদারী করার কথা বলেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ব্যানার ফেস্টুন পোস্টার ইত্যাদি লাগানো বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের কেউ আসলে নগরীতে ব্যানার ফেস্টুন সাময়িকভাবে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া ঈদের সময় ঈদের দিন আর ঈদের পরের দিন এবং সরকারি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সাময়িকভাবে সিটি কর্পোরেশনের ব্যানার সম্বলিত তোরণ করা হবে।	১। ক) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের কেউ আসলে নগরীতে ব্যানার ফেস্টুন সাময়িকভাবে লাগানোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সিলেট মহানগরীর দেওয়াল ও পিলারসমূহে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত পোস্টার না লাগানোরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে স্ব স্ব ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ মনিটরিংয়ের উদ্যোগ গ্রহন করবেন।	ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খ) কাউন্সিলর (সকল)	
০৬	**আলোচনা-৬ সিলেট মহানগরীতে ঝুলন্ত অগোছালো কেবলসমূহ সংযোগ অক্ষত রেখে গোছানো প্রসঙ্গে আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন মেয়র মহোদয়ের নির্দেশে ১ মাসের সময় দিয়ে এলোমেলো ক্যাবল লাইনগুলো গোছানোর জন্য বলা হলে ক্যাবল অপারেটরগণ এ বিষয়ে কর্ণপাত করেনি। এর মধ্যে	নগরীর কিছুসংখ্যক রাস্তায় আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে ক্যাবল গোছানোর কাজ চলছে। সুফল পাওয়া গেলে নগরীর সকল রাস্তার ক্যাবলসমূহ গোছানোর ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী	

	অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে কিছু এলাকার অবৈধ ক্যাবল কাটা হয়েছে এবং কিছু কিছু স্থানে এলোমেলো ক্যাবল গোছানো হয়েছে। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন ইন্টারনেট প্রভাইডারদের সমিতির সাথে আলোচনা করে করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বলেন ক্যাবল অপারেটর ও ইন্টারনেট প্রভাইডারদের সমন্বয়ে অকেজো লাইনগুলো চিহ্নিত করে কাটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এজন্য ক্যাবল গোছানোর কাজ দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি অগোছালো কেবলসমূহ ইন্টারনেট সংযোগ অক্ষত রেখে গোছানোর কাজ সহজতর করার জন্য ক্যাবল অপারেটর ও ইন্টারনেট প্রভাইডারদের সাথে দ্রুত আলোচনার কথা বলেন।			
০৭	**আলোচনা-৭ লালদিঘীরপার খালি জায়গায় জনস্বার্থে হকার স্থানান্তর বিষয়ে আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব জাহাঙ্গীর আলম ভাসমান না তালিকাভুক্ত হকারদের পুনর্বাসন করা হবে জানতে চান। কাউন্সিলর প্রতি ৫টি দোকান বরাদ্দের কথা বলেন। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন হকারদের একটি সিন্ডিকেট রয়েছে। বিষয়টি যাতে সিন্ডিকেটের কবলে না পরে সেদিকে লক্ষ রাখার অনুরোধ জানান। লালদিঘীরপারের খালি জায়গায় না করে সিলেট নগরের ৭টি স্থান নির্ধারণ করে ৭দিনের জন্য হকার পুনর্বাসনের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ ছয়ফুল আমিন (বাকের) কাউন্সিলর প্রতি ৫টি দোকান বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর মোহাম্মদ তৌফিক বক্স হকার পুনর্বাসনের জন্য যে জায়গা বাছাই করা হয়েছে সেখানে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স হওয়ার কথা। পূর্বেও এখানে হকার পুনর্বাসনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছিল। সেই স্থানে দেড়/দুই কোটি টাকা খরচ করে নতুনভাবে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে এ ব্যাপারে তিনি সন্দিহান। তিনি রেজিস্টারী মাঠে হকার পুনর্বাসনের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজাদুর রহমান বলেন পূর্বেও ঐ স্থানে তালিকা করে হকার পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৫ দিন পর আবার তারা রাস্তায় চলে আসে। একইভাবে এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি স্ট্রিট মার্কেট করার কথা বলেন। ভ্যান গাড়ি আলাদা আলাদা রঙ করে জোন ভিত্তিক বিভাজনের অনুরোধ জানান। প্রয়োজনে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন লালদিঘীরপারে ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ সকাল ১০টায় হকার পুনর্বাসন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হবে। এতে সবাইকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন লালদিঘীরপারে পরীক্ষামূলকভাবে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এতে সুফল পাওয়া গেলে পরবর্তীতে শাহী ঈদগাহ মাঠ, রেজিস্টারী মাঠ বা শহরের অন্যান্য মাঠগুলোতে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় বাস	লালদিঘীরপারের খালি জায়গায় ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ সকাল ১০টায় হকার পুনর্বাসনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা খ) কাউন্সিলর (সকল)	

	টার্মিনাল এলাকার একজন ব্যক্তি কর্তৃক হকার পুনর্বাসনের জন্য ৩ একর জমি বরাদ্দেরও কথা রয়েছে বলে তিনি জানান।			
০৮	**আলোচনা-৮ ওয়ার্ড ভিত্তিক মশক নিধন অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান মশক নিধনের ঔষধ ও মেশিন কেনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তিনি বলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মশক নিধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতির তালিকা প্রদান করেছেন। বিগত সময়ের মতো মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন মশার ঔষধ ছিটানোর পর মশার উপদ্রব বেড়ে যায়। এ বিষয়ে করণীয় কি জানতে চান। কাউন্সিলর জনাব তৌফিক বক্স বলেন যে ঔষধ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কিনতে চায় মন্ত্রণালয় থেকে সেটার অনুমোদন দেয় না। আর মন্ত্রণালয় থেকে যে ঔষধের অনুমোদন দেয়া হয় সেটার মান ভাল না তাই মশক নিধন অভিযানে তেমন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন ছড়া/ড্রেন/নালা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পর মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।	বর্ষার পূর্বেই প্রতিবারের ন্যায় ওয়ার্ড ভিত্তিক মশক নিধন অভিযান পরিচালনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	
০৯	**আলোচনা-৯ গ্রাহক কর্তৃক পানির বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা।** **ও** **আলোচনা-১০ পানির বিল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ১২০ কোটি টাকা পানির বিল বকেয়া রয়েছে। বকেয়া বিল আদায় এবং অবৈধ সংযোগ ও মোটর ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন বলেন অনেক গ্রাহকের পানির সংযোগ আছে কিন্তু পানি পান না, আবার অনেকের পানির সংযোগ নাই কিন্তু পানির বিল পাচ্ছেন। এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর ওয়ার্ডে অভিযান পরিচালনার কথা বলেন। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন কোন কোন গ্রাহক আগে কোন বিল পাননি কিন্তু তাকে একসাথে ৪/৫ বছরের বিল দেয়া হয়েছে। সেই গ্রাহক কিভাবে এতো টাকার বিল একসাথে পরিশোধ করবে তিনি জানতে চান। তিনি বলেন পানি শাখার কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে পানির বিলের এই অবস্থা। এছাড়া কিছু পাম্পে নিয়োগপ্রাপ্তরা পরিবারসহ বসবাস করে এধরণের অভিযোগও পাওয়া যায়। তিনি পানি সরবরাহ শাখায় শুদ্ধি অভিযান পরিচালনার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন তাঁর ওয়ার্ডে অনেক বাসা বাড়িতে পানির সংযোগ আছে কিন্তু পানি যায় না। তারা আশেপাশের ডিপ টিউব ওয়েল হতে পানি সংগ্রহ করে দিনাতিপাত করছে। কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ বলেন পানির	১। যেহেতু সিলেট ওয়াসা গঠিত হয়েছে সেহেতু ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত বিষয়টি সিলেট ওয়াসা বাস্তবায়ন করবে মর্মে সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। উপশহর ও ১৪নং ওয়ার্ডের মধ্যে পানি সরবরাহ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি সমাধানের লক্ষে কয়েকজন সিনিয়র কাউন্সিলর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টরা সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট	

	লাইনের নতুন সংযোগ নিতে হলে গ্রাহকের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়। তিনি ভ্যাট মওকুফের অনুরোধ জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন আদর্শ কর তফসিল এ ভ্যাট প্রদান করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাট আদায় করতে হবে। কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স যেহেতু সিলেট ওয়াসা গঠন হয়েছে সেহেতু বিষয়টি ওয়াসার উপর ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে ভ্যাট আদায় করা ঠিক হবে না। এছাড়া ভ্যাটের টাকা সিটি কর্পোরেশন আদায় করবে আর জমা হবে সরকারি কোষাগারে এটাও মানা যায় না। তিনি বিষয়টি ওয়াসার উপর ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব ফখরুল আলম বলেন তাঁর ওয়ার্ডে কোন পানির লাইন নেই। তিনি তাঁর ওয়ার্ডে পানির সংযোগ প্রদানের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর মোছাঃ হাজেরা বেগম শ্যামলী আবাসিক এলাকায় পানির লাইন নাই। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ ছয়ফুল আমিন (বাকের) বলেন তাঁর ওয়ার্ডে পানির লাইনের কাজ বারবার শুরু হয়েও থেমে যায়। কাউন্সিলর জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী বলেন পানির লাইনের কাজের বিষয়ে বারবার উদ্যোগ গ্রহণ করেও বাধাগ্রস্ত হয়। উপশহরের ভিতরে এখনো ৪০% কাজও সম্পন্ন হয়নি। প্রধান প্রকৌশলী বলে উপশহর এলাকায় কুশিঘাট থেকে পানি সরবরাহ করা হবে। অন্য ওয়ার্ড থেকে পানি সরবরাহ না করলে উপশহরের পানি সংকট দুর হবে না। সভাপতি বলেন সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভ্যাট প্রদান করতে হবে। যে ওয়ার্ডে পানির লাইন আছে কিন্তু পানি যায় না সে ওয়ার্ডে অভিযান হবে না। উপশহর এবং ১৪নং ওয়ার্ডের মধ্যে পানির লাইনের সমস্যা সমাধানে তিনি কয়েকজন সিনিয়র কাউন্সিলর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলীসহ পরিদর্শন করে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।			
১০	**আলোচনা-১১ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটি মডেল প্রবিধান।** **ও** **আলোচনা-১২ সিলেট সিটি কর্পোরেশন (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান।** প্রধান প্রকৌশলী সিলেট সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি মডেল প্রবিধান, ২০২৩ এবং (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান পরিষদে উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা করেন।	জাইকা কর্তৃক সরবরাহকৃত সিলেট সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি মডেল প্রবিধান, ২০২৩ এবং (নাগরিক মতামত ও অভিযোগ প্রতিকার) মডেল প্রবিধান অনুযায়ী কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান প্রকৌশলী সিসিক	

১১	**আলোচনা-১৩ চাঁন মিয়া রানী বেগম প্রাথমিক বিদ্যালয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্তকরণ বিষয়ে প্রতিবেদন পরিষদে উপস্থাপন।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০৭.০৮.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা, সংস্কৃতি, পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ডের ভাটপাড়ায় অবস্থিত চাঁন মিয়া রানী বেগম প্রাথমিক বিদ্যালয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্তকরণ বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পরিষদে উপস্থাপন করেন। চাঁন মিয়া রানী বেগম প্রাথমিক বিদ্যালয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্তকরণ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ডের ভাটপাড়ায় অবস্থিত চাঁন মিয়া রানী বেগম প্রাথমিক বিদ্যালয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্তকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও শিক্ষা/সংস্কৃতি/ সমাজকল্যাণ ও পাঠাগার কর্মকর্তা	
১২	**আলোচনা-১৪ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের ক্ষেত্রে রিটার্ন জমার প্রমাণ দাখিল বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জানান আয়কর আইন, ২০২৩ এর ২৬৪ ধারা এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পত্র দেয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান কর্তৃক সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে। বাস্তবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৪০% ট্রেড লাইসেন্সধারী আছেন যাদের টিআইএন নম্বর নাই। যাদের টিআইএন আছে তাদের মধ্যে ৪০% এর কম রিটার্ন দাখিল করেন। সভাপতি বলেন বিষয়টি আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন আরও পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের ক্ষেত্রে রিটার্ন জমার প্রমাণ দাখিলের বিষয়টি আরো পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	
১৩	**আলোচনা-১৫ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১৭ নং ওয়ার্ডের কাজিটুলাস্থ রাস্তার নামকরণের আবেদন বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ১৭ নং ওয়ার্ডের কাজিটুলাস্থ রাস্তার নামকরণের প্রসঙ্গে প্রাপ্ত আবেদনটি সভায় পড়ে শুনান। এ বিষয়ে ১৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব রাশেদ আহমদ বলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাজিটুলার ১ নং গলির নাগরিকবৃন্দ গলির পরিচয় সংকটে ভুগছেন। তাদের পার্শ্ববর্তী অনেক রাস্তার নামকরণ করা হলেও তাদের গলির নামকরণ না থাকায় ডাক মারফত আসা চিঠি, কুরিয়ার, অনলাইন পার্সেল বা কোন ব্যক্তির ঠিকানা খোঁজে পেতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই ঐ গলির বাসিন্দারা গলিটির নামকরণ "কাজিটুলা ১নং গলি" করার আবেদন জানিয়েছেন।	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১৭ নং ওয়ার্ডের কাজিটুলাস্থ রাস্তা "কাজিটুলা ১নং গলি" নামকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও জনসংযোগ কর্মকর্তা	

১৪	**আলোচনা-১৬ কাজলশাহ ও মুন্সিপাড়া এলাকার ছড়া ড্রেন উদ্ধার প্রসঙ্গে আবেদন বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজলশাহ ও মুন্সিপাড়া এলাকা ছড়া/ড্রেন উদ্ধারের প্রসঙ্গে ৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবুল কালাম আজাদ (লায়েক)-এর আবেদন উপস্থাপন করেন। কাউন্সিলর জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক) বলেন ছড়া ১৮ ফুট থাকার কথা সেখানে মাত্র ৩ ফুট আছে। ছড়া উদ্ধারের জন্য সাবেক মেয়রকে বারবার আবেদন করেও কোন সুরাহা হয়নি। এ ছড়া উদ্ধার হলে ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে। ভাতালিয়া জামে মসজিদের বিশাল জায়গা বাগবাড়ি এলাকায় রয়েছে। সেখানে ছড়া খনন করা হয়েছে এবং গার্ড ওয়াল করা হয়েছে। মসজিদের জায়গা দিয়ে ছড়া চলে গেছে। সভাপতি বলেন সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের নেতৃত্বে দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কাজলশাহ ও মুন্সিপাড়া এলাকার ছড়া ড্রেন উদ্ধার অভিযান পরিচালনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
১৫	**বিবিধ আলোচনা-১** সভাপতি ১০ নং ওয়ার্ডে কসাইখানা স্থাপন কেন বিলম্বিত হচ্ছে জানতে চান। এ বিষয়ে ১০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন বলেন যেখানে কসাইখানা রয়েছে সেখানে এলাকার শিশু কিশোররা খেলাধুলা করে। তিনি তাঁর এলাকায় কসাইখানা স্থাপনের বিষয়ে একমত। অত্র এলাকায় আর কোন খেলার মাঠ নেই। কসাইখানা স্থাপনের পাশাপাশি তিনি খেলার মাঠ স্থাপনেরও অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন তাঁর ওয়ার্ডে কোন খেলার মাঠ নেই। তিনি তাঁর ওয়ার্ডে খেলার মাঠ স্থাপনের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর বেগম রুহেনা খানম মুক্তা বলেন ১০ নং ওয়ার্ডে ডিসি খতিয়ানের প্রায় ২০০ শতক জমি রয়েছে। তিনি বলেন এই ওয়ার্ডে কসাইখানা ও খেলার মাঠ স্থাপন করা সম্ভব। কাউন্সিলর জনাব তৌফিক বক্স কসাইখানা ও খেলার মাঠ নির্মাণের জটিলতা নিরসনে দ্রুত একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ করেন। কাউন্সিলর জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল মজুমদারী দিঘী পরিদর্শনের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন আম্বরখানা সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর প্রায় ৭/৮ একরের একটি মাঠ রয়েছে। এটা সরকারি জমি তাই আলাদা করে মাঠের জন্য জায়গা কিনার প্রয়োজন হবে না। পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এলাকাবাসীর দাবী অনুযায়ী আম্বরখানা সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের মাঠটি শেখ কামাল মাঠ নামকরণের প্রস্তাব দেন। সভাপতি বলেন বর্তমান পরিষদ জায়গা ক্রয় করে কসাইখানা ও খেলার মাঠ নির্মাণ করবে। ১০ নং ওয়ার্ডের কসাইখানা নির্মাণের স্থান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষে তিনি কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স-কে আহবায়ক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন।	ক) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ডের কসাইখানা নির্মাণের স্থান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষে নিম্ন বর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **কমিটির সদস্যবৃন্দ :** ১। জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২৬ ও প্যানেল মেয়র-২, সিলেট সিটি কর্পোরেশন আহবায়ক ২। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৯, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সদস্য ৩। জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২৫, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সদস্য ৪। জনাব আব্দুর রকিব বাবলু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১১, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সদস্য ৫। বেগম মোছাঃ রুহেনা খানম মুক্তা, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং ৪, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সদস্য ৬। জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১০, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সদস্য সচিব খ) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও সার্ভেয়ার তথ্য উপাত্ত দিয়ে কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা	

১৬	**বিবিধ আলোচনা-২** কাউন্সিলর জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল নকশা অনুমোদনের বিষয়টি সহজতর করার প্রস্তাব দেন। কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন পূর্বে বিল্ডিং পারমিশনের আবেদনে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের সুপারিশ নেয়া হতো। এটা বন্ধ হওয়ার পর থেকে ভুয়া নকশা অনুমোদন বেড়ে গেছে। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় না। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভুয়া নকশা অনুমোদনের অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি বিষয়টি তদন্তপূর্বক সকল ভুয়া নকশার অনুমোদন বাতিল করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। প্রত্যেক ওয়ার্ডে কর্মরত প্রকৌশলীগণের তালিকা সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের প্রেরণের অনুরোধ জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া নকশা অনুমোদনের বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিতদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে তিনি পরিষদকে অবহিত করেন। কাউন্সিলর জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু বলেন একটা নকশা অনুমোদন করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ আরও অনেকের স্বাক্ষরের পর সবশেষে মেয়র মহোদয়ের স্বাক্ষর লাগে। এতগুলো স্বাক্ষর জাল করে কিভাবে নকশা অনুমোদন হয় তা তিনি জানতে চান। পূর্বে নকশা অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সুপারিশ থাকতো। এটা চালু থাকলে এ দুর্নীতি করা সম্ভব হতো না বলে তিনি মনে করেন। তাই নকশার আবেদনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সুপারিশের বিষয়টি পুনরায় চালুর অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর কর্তৃক কোন নকশা অনুমোদনের জন্য দেয়া হলে পুংখানুপুংখভাবে দেখা হয় এবং অনুমোদনটি আটকে যায়। অথচ ঐ ব্যক্তি যদি সরাসরি অফিসে যোগাযোগ করে তাহলে টাকার বিনিময়ে কোন জটিলতা ছাড়াই নকশা অনুমোদন হয়ে যায়। যা কাউন্সিলরদের জন্য অপমানজনক। কাউন্সিলর মোঃ তারেক উদ্দিন বলেন অবৈধ বিল্ডিংয়ের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য দেয়া হলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। কাউন্সিলর এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন পূর্বে এই বিষয়ে দুর্নীতি কম হতো কারণ পানির লাইন সংযোগ, নকশা অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ে কাউন্সিলরদের সুপারিশ লাগতো। প্রধান প্রকৌশলী বলেন সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন আহমদ কামরান সময়কালে নকশার আবেদনে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সুপারিশের বিষয়টি চালু ছিল। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তীতে সুপারিশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।	জাল ও ভুয়া নকশা যাতে না হয় সেজন্য এখন থেকে নকশা অনুমোদনের আবেদনের সাথে স্থানীয় কাউন্সিলরদের প্রত্যয়ন পত্র জমা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান প্রকৌশলী খ) কাউন্সিলর (সকল)

	সভাপতি বলেন তাঁরসহ এতগুলো কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে কিভাবে নকশা অনুমোদিত হয় তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখতে হবে এবং এই জালিয়াতির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা জরুরী। বিল্ডিংয়ের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অবহিত করতে হবে।			
১৭	**বিবিধ আলোচনা-৩** কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন বলেন প্রত্যেক পরিষদের কার্যক্রম শুরুর জন্য থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু এবার এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন কাউন্সিলরদের সম্মানীভাতা বৃদ্ধি করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন অফিস ভাড়া মাত্র ৮,০০০/- প্রদান করা হয়। এ টাকায় আসলে কাউন্সিলর কার্যালয় করার মতো কোন বাসা বা দোকান কোটা ভাড়া পাওয়া যায় না। তাই তিনি অফিস ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। কাউন্সিলর জনাব তৌফিক বক্স প্রত্যেক পরিষদের শুরুতে কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ডবাসীকে উৎসাহ প্রদানের জন্য থোক বরাদ্দ করা হয়। তিনি এই থোক বরাদ্দের টাকা হাতে না দিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক কমপক্ষে ৩ কোটি টাকার কাজ করানোর অনুরোধ জানান। সভাপতি কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতার সাথে প্রদানকৃত অফিস ভাড়া ৮,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- টাকা করার কথা বলেন।	কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতার সাথে প্রদানকৃত অফিস ভাড়া ৮,০০০/- টাকা সরকারীভাবে নির্ধারন করা আছে এটা বৃদ্ধির এখতিয়ার স্থানীয় সরকার বিভাগের। বিধায় কাউন্সিলরগণের অফিসের আনুসাঙ্গিক ব্যয় বাবদ মাসে ২০০০/= (দুই হাজার) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
১৮	**বিবিধ আলোচনা-৪** কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য যত দ্রুত সম্ভব রিভিউ বোর্ড গঠনের অনুরোধ জানান। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন এসেসমেন্ট শাখার ঝামেলার কারণে দেরী হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী যেগুলোর রিভিউ হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলোর বিল পাঠানো হয়েছে। সভাপতি বলেন যত দ্রুত সম্ভব রিভিউ বোর্ড গঠন করা হবে।	হোল্ডিং ট্যাক্সের রিভিউ বোর্ড দ্রুত গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০৭.২৩.৬৩৭/১৮

তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৪

সদয় অবগতির জন্যঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, সিলেট।
৬। অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
৭-১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট।
১৪। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৬। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট।
১৭। পরিচালক, বিআরটিএ, সিলেট।
১৮। ষ্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।

২৪/৩/২০২৪
(মোঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০৭.২৩.৬৩৭/১৮/৫৬

তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৪

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। ....কাউন্সিলর

সংরক্ষিত/ সাধারণ ওয়ার্ড নং.....সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

২৪/৩/২০২৪
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০৭.২৩.৬৩৭/১৮/৫৬(২৪)

তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৪

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬-২৩। .... শাখা প্রধান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৪/৩/২০২৪
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

রিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১. জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২. জনাব আব্দুর রকিব বাবলু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩. জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪. জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫. জনাব মতিউর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬. জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম শাকিল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭. জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮. জনাব মোঃ ছয়ফুল আমিন (বাকের), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৯. জনাব হুমায়ুন কবীর সুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০. বেগম মোছাঃ হাজেরা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১. বেগম কুলসুমা বেগম পপি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১২. জনাব লিটন আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৩. জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৪. জনাব সায়ীদ মোঃ আব্দুল্লাহ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৫. জনাব মোস্তাক আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৬. জনাব রাশেদ আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৭. জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৮. জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৯. জনাব জাহাঙ্গীর আলম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২০. জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২১. বেগম মোছাঃ রেবেকা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২২. বেগম নার্গিস সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৩. জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪. বেগম শাহানা বেগম শানু, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-৩, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৫. বেগম মোছাঃ রুহেনা খানম মুক্তা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৬. বেগম সাজেদা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৭. বেগম শারমিন আক্তার রুমি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৮. বেগম ছামিরুন নেছা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৯. বেগম ফাতেমা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩০. জনাব মোঃ রিয়াজ মিয়া, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩১. বেগম আয়েশা খাতুন কলি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩২. বেগম বাবলী আক্তার, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. জনাব নজমুল হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৪. জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৫. জনাব ফখরুল আলম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৬. জনাব মোঃ রকিব খাঁন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৭. জনাব আলতাফ হোসেন সুমন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৮. জনাব মোঃ রায়হান হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৯. জনাব দেলোয়ার হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪০. জনাব শান্তনু দত্ত, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪১. জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪২. জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৩. জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৪. জনাব মোঃ রুহেল আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৫. জনাব আব্দুল জলিল নজরুল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৬. জনাব মোঃ আজাদুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৭. জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৮. বেগম শাহানারা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৯. বেগম সালমা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫০. জনাব বিক্রম কর সম্রাট, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

<u>সভায় উপস্থিত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:</u>

১. জনাব মোঃ অলি-উর-রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, সিলেট গণপূর্ত সার্কেল।
২. জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
৩. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, এএসপি, এসি, কোতোয়ালী থানা, এসএমপি।
৪. জনাব ননী গোপাল সরকার, এইউএফপিও, সদর উপজেলা, সিলেট।
৫. জনাব জিতেন্দ্র কুমার দাস, উপ-মহাব্যবস্থাপক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, সিলেট।